তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৬

**দেশের কবি-সাহিত্যিকদের ধারণ ও লালন করতে হবে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের জানতে হবে; সেটাকে ধারণ ও লালন করতে হবে যেন কোনো অপসংস্কৃতি আমাদের মধ‍্যে আঘাত না করে। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং মাদকের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হচ্ছে সংস্কৃতি। আমরা যদি সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সোনার বাংলা বিনির্মাণ হতে যাচ্ছে; সেটা ধরে রাখতে পারব।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল মঞ্চে তিন দিনব‍্যাপী জাতীয় চারণ কবি উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে বোচাগঞ্জে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল মঞ্চের উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কবির নাম আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি চারণের বেশে নদীমাতৃক এ বাংলাদেশের নদীর তীরে তীরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, পর্বতে পর্বতে; সমতলে ঘুরেছেন। তিনি ৬৪ জেলার ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর মানুষের সাথে কথা বলেছেন, জেনেছেন এবং সকলের সম্মিলিত উচ্চারণ যেটা আমরা ৭ই মার্চের ভাষণে পাই। তিনি যে কবিতাটা পড়েছিলেন- ‘এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ এটাই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। যে কবিতা আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে; অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। যে কবিতার পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সোনার বাংলা বিনির্মাণ হতে যাচ্ছে; সে সোনার বাংলাকে ধরে রাখতে চাই।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত‍্যা করার পর আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। যেহেতু রক্ত দিয়ে আমাদের এ সংস্কৃতি কেনা হয়েছে; ইতিহাস রচনা করা হয়েছে-তাই কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হতে পারেনি। জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়ারা অনেক ষড়যন্ত্র করেও বাংলাদেশের মানুষকে অভীষ্ঠ লক্ষ‍্য থেকে সরাতে পারেনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে মাহাথীরকে ছাড়িয়ে গেছেন। আগামী দিনের পৃথিবী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলবে। এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩৩৫

**ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিকদের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিকদের জন্য পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আয়োজিত এ পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

বাংলাদেশের গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠার সাথে বিদেশি কূটনীতিকদের পরিচয় করিয়ে দিতে এ পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। মন্ত্রী এ পিঠা উৎসব উপভোগের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানান।

পিঠা উৎসবে বিদেশি অতিথিরা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পিঠার স্বাদ গ্রহণ করে মুগ্ধ হন এবং বাংলাদেশি খাবারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিক, বাংলাদেশের সংসদ সদস্য, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩৩৪

**বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ আমাদের চলার পথনকশা**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধই আমাদের জীবনচলার পথনকশা।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ট্রাস্টের আয়োজনে ‘বঙ্গবন্ধু স্টাডি সেন্টার’ এর উদ্বোধন ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুই আমাদেরকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ উপহার দিয়ে গেছেন। তিনি সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ‘নিরপেক্ষতা’ সংযোজন করে গেছেন। তিনি বলেন, ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলনীতি অনুসরণ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত ২১ কোটি টাকা হতে ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের জন্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ হতে অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ হতে সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, সরকারের পক্ষ হতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন, সামনে যাতে ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে সে বিষয়ে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবন্দকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব ডাঃ দিলীপ কুমার ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি, মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি ও সুব্রত পাল, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি অসীত সরকার সজল, অশোক মাধব রায়, এডভোকেট ভুপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন, অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেখা রাণী গুণ ও সাংবাদিক শ্যামল সরকার এবং ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাত চারুচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

#

আনোয়ার/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩৩৩

**জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ ও ২০২১ এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আগামীকাল**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামীকাল ২৯ জানুয়ারি বিকেল ৪ টায় ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ ও ২০২১ এর বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ২০২০ এবং ২০২১ সালের জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতাটি দেশের সকল উপজেলা থেকে জেলা, জেলা থেকে বিভাগ এবং বিভাগ থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিশুদের অংশগ্রহণে ৩০টি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় সাড়ে ৬ লাখ শিশু অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৪৭৪ জন জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

#

আলমগীর/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৩২

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবে**

 **-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবে। তিনি বলেন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম অর্থনৈতিক দেশে পরিণত হয়েছে। ২০৪১ সালে জনগণের মাথাপিছু আয় হবে ১২ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশকে ঐ অবস্থায় নিয়ে যেতে শেখ হাসিনাকে নেতৃত্বে থাকতে হবে।

আজ পূর্বাচলের সি শেল পার্কে অনুষ্ঠিত জালালাবাদ সম্মাননা যুব অর্গানাইজেশন, ঢাকার সাধারণ সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক সংকটে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হলেও প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশে কোনো সমস্যা হয়নি। বাংলাদেশ অন্য কারো নেতৃত্বে পরিচালনা হলে দেশ পিছিয়ে যাবে, অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনা করার জন্য, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য শেখ হাসিনাকে আবারো প্রধানমন্ত্রী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, কেউ যাতে অদক্ষ হয়ে বিদেশে না যায় এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সামাজিক সংগঠনগুলোকে কাজ করতে হবে।

সাবেক সচিব মিকাঈল শিপারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার চৌধুরী।

#

দীপংকর/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৩১

**মাঠপর্যায়ে ভূমিসেবা কার্যক্রম যথাযথ মনিটরিং করতে জেলা প্রশাসকদের প্রতি ভূমিমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

মাঠ পর্যায়ে ভূমিসেবার দায়িত্বে নিয়োজিতদের ক্রমাগত উন্নয়নে জোর দিয়ে তাদের কাজের যথাযথ মনিটরিং করার জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী আহ্বান জানিয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ‘জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৩’-এ ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্যঅধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এই আহ্বান জানান। এই সময় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করা, ভুল করলে সংশোধন ও প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ক্রমাগত ইচ্ছাপূর্বকভাবে করা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অন্যায় কাজের যথাযথ শাস্তির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেন ভূমিমন্ত্রী। পরে প্রেস ব্রিফিংয়ে ভূমিমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, কোভিড পরিস্থিতির কারণে ভূমি কর্মকর্তাদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ বন্ধ হলেও আবার তা চালু করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, এছাড়া নিয়োগ ও নতুন পদ সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের মধ্যে কিছু আইনি জটিলতার জন্য আংশিক কার্যক্রম চলমান। যেমন কানুনগো পদে নিয়োগের ব্যাপারে মামলার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পদ যেমন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (প্রাক্তন তহশীলদার), সার্ভেয়ার ইত্যাদি পদে নিয়োগের উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য ধরনের জনবল যদি প্রয়োজন হয় এবং সে অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাল সেবা প্রবর্তনের পাশাপাশি আইন ও বিধি-বিধান সংশোধন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন আইনের খসড়া করে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপনে জোর দিচ্ছে।

#

নাহিয়ান/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩৩০

**ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে**

 **-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বর্তমান বাস্তবতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । তিনি বলেন, যে কারণে এই আইন করা হয়েছে, তা কেউ বলে না। শুধু বলা হয় বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য এই আইন করা হয়েছে, যা মোটেও সঠিক নয়।

আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত ‘নিরাপদ ডিজিটাল সমাজ: রাষ্ট্রের ভূমিকা’ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আইন হলে তার কিছু অপব্যবহার হয়, এটা স্বাভাবিক - একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে পাশ কাটিয়ে কীভাবে অপরাধ করা যায়, সে ব্যাপারেও চেষ্টা হবে। কারণ অপরাধীরা সবসময় এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করে। পুলিশ ও আইন প্রণেতাগণকে এখন প্রকৃত অপরাধীদের বিষয়ে আরো তৎপর হতে হবে।

ডেটা সুরক্ষা আইন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, একসময় আইন প্রণয়ন করার আগে অংশীজনদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হতো না। এখন অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আইন তৈরি করা হয়। অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা ও পরামর্শ করেই ডেটা সুরক্ষা আইন করা হবে। এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই।

আইনমন্ত্রী আরো বলেন, এখন আমরা গ্লোবাল সিটিজেন হয়েছি। আবার বর্তমানের অনেক অপরাধ ট্রান্স বর্ডার হয়েছে। এসব অপরাধকে মোকাবিলা করার জন্য মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ এই আইন প্রণয়ন করেছে।

এপিনি'র এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বার সুমন আহমেদ সাব্বিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিটিআরসি-এর কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, ডিএমপ’র এডিসি মোঃ নাজমুল ইসলাম এবং আইসিটি বিষয়ক সাংবাদিক রাশেদ মেহেদী বক্তৃতা করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজিডি ই-গভ সিআইআরটি এর প্রকল্প পরিচালক তারেক এম বরকত উল্লাহ।

#

রেজাউল/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১৫৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯২ হাজার ২২৪ জন।

#

কবীর/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮

**শিক্ষায় অর্জন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত**

 **---** **পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল,১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, শিক্ষাই অগ্রগতি তথা রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার প্রসারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বে আমাদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। শিক্ষায় দৃশ্যমান সাফল্য সরকারের একটি বড় অর্জন। এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে সাহসী বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। এই অনন্য অর্জন এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

আজ বরিশাল নগরীর কলেজিয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫৭তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। প্রতি বছর ১ জানুয়ারিতে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রতিটি স্কুল-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্যবই পৌঁছে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার শিক্ষাকে উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রাথমিকের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষায়ও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোর মুখ দেখেছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে প্রযুক্তিনির্ভর কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। দেশের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে সব প্রতিষ্ঠানে করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি নতুন বিষয় হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জাহিদ ফারুক বলেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা কাঠামোতে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সফলতার যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষকদের ভূমিকাও মুখ্য।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ফরিদ উদ্দিনের সভাপতিত্ব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উপ-পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান। এছাড়া বরিশাল জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩২৭

**স্মার্ট সিটি গড়তে প্রয়োজন স্মার্ট নাগরিক**

 **--স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার, মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সিটিগুলোকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন স্মার্ট নাগরিক ৷

আজ বিটিআরসি আয়োজিত ‘স্মার্ট সিটি বিনির্মাণে প্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশে সকল নাগরিক সুবিধা থাকবে৷ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, গৃহস্থ বর্জ্য-শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নগরে যথাযথ ট্রাফিক ব্যবস্থা থাকবে। তিনি বলেন, স্বাভাবিক নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হলে তাদের জন্য যথাযথ লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে তাদেরকে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ৷ নাগরিক কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিকসহ সকল খাতকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে হবে।

মন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন, বর্তমান সরকার শুধু স্বপ্ন দেখায় না, স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দান করে ৷ ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন না বাস্তব ৷ এভাবেই স্মার্ট বাংলাদেশ বা স্মার্ট সিটিও বাস্তবে রূপ নিবে৷ এজন্য আমাদের সমন্বিতভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, সিঙ্গাপুরের উদাহরণ দেওয়া হলেও আমাদের দেশের বাস্তবতায় স্মার্ট নগরী গড়ে তুলতে হবে৷ বাংলাদেশের শহরগুলোর প্রেক্ষিতে সামঞ্জস্য রেখে স্মার্ট সিটি বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেন, আমার নাগরিক যেন ঘরে বসে সব সুবিধা পায় সেই সেবা নিশ্চিত করতে চাই।

সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। এছাড়া অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির কমিশনার শেখ রিয়াজ আহমেদ এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স এসোসিয়েশন অভ্‌ বাংলাদেশের সভাপতি ইমদাদুল হক ৷

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. বি এম মইনূল হোসেন ৷

#

 রুবেল/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                          নম্বর : ৩২৬

**সংবিধানের আলোকে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন শেখ হাসিনা**

 **-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

সংবিধানের বিধি-বিধানের আলোকে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী মোতাহার হোসেন ভবন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ শাখা আয়োজিত ‘মুক্তির মন্ত্রে বঙ্গবন্ধু: সংবিধান এবং আইনের শাসন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আইনের শাসন ধ্বংস করার জন্য দেশ ও দেশের বাইরে সম্মিলিত যে চেষ্টা হয়েছিল সে চেষ্টার বিপরীতে সাহসী ভূমিকা রেখে বঙ্গবন্ধুকন্যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ সংবিধানের বিধি-বিধানের আলোকে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশে খুনের রাজত্ব কায়েম, খুনিদের পুনর্বাসন, গণতন্ত্র ধ্বংস করা, আইনের শাসন ধ্বংস করা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিতর্কিত করা-এসব কাজ বঙ্গবন্ধুর খুনিরা এবং পরবর্তীতে খন্দকার মোশতাক, জিয়াউর রহমান, এরশাদ ও খালেদা জিয়া ধারাবাহিকভাবে করেছে। তারা স্বাধীনতার মূলমন্ত্রের বিরোধীদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আইনের শাসন ধ্বংস করেছে। অবৈধভাবে ক্ষমতায় যারা এসেছে, সবাই আইনের শাসনের পরিপন্থী কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ফিরে এসে যুদ্ধাপরাধের বিচার, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারসহ বড় বড় অপরাধের বিচার করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মন্ত্রী আরো যোগ করেন, বর্ণিত মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সংবিধানের চারটি স্তম্ভ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাতে ধরে। বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি শেখ হাসিনা সেটা বিকশিত করছেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ শাখার সভাপতি আফরেদী হাসান সেজারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক আব্দুন নূর দুলাল এবং বাংলাদেশ আইন সমিতির সভাপতি মঞ্জুর মোর্শেদ শাহনেওয়াজ টিপু। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন।

#

ইফতেখার/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৬৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৫

**বিএনপি পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার দিবাস্বপ্ন দেখছে**

 **-এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর,১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, জিয়াউর রহমান বন্দুকের নলের মুখে পেছনের দরজা দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য জিয়া ‘হ্যাঁ ‘না ভোট করে। সেই নির্বাচনে জিয়া একাই প্রার্থী ছিলেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে ফাঁসি দিয়েছেন। দেশে হত্যা-গুম ও খুনের রাজনীতি চালু করেন। খালেদা জিয়াও একই কায়দায় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তারা আবারও পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় হাওয়া ভবন খুলতে চায়। সেই দিবাস্বপ্ন আর কোনদিনই পূরণ হবে না।

আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার রাজনগরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এনামুল হক শামীম বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বিএনপি আবারও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। দেশের চলমান স্থিতিশীলতা বিনষ্টের জন্য তারা যতই চেষ্টা করুক, কখনও সফল হবে না। বিএনপি নির্বাচন, আন্দোলন ও রাজপথে ব্যর্থ হলেও ক্ষমতায় থাকতে দেশের অর্থপাচার এবং লুটপাটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।বিএনপি নিজেরা আন্দোলন করতে না পেরে অন্যের কাঁধে ভর করে এবং বিদেশীদের কাছে ধরনা দেয়।আন্দোলন করে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি বিএনপি’র নেই। তারা এসব করে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। এরা দেশ ও জাতির শত্রু।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি যদি এতই জনপ্রিয় হয়, তাহলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয়তা যাচাই করুক। ক্ষমতায় আসতে হলে বিএনপিকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

রাজনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মীর মালতের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন তালুকদার, নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম সিকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মিহির চক্রবর্তী, সাধারন সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান আবু আলেম মাদবর প্রমূখ।

#

গিয়াস/জুলফিকার/আলী/মাসুম/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৪

**মানুষের কল্যাণই সর্বাগ্রে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষে যে ক'টি আসনে ইভিএম সম্ভব, মেনে নেব**

 **-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

রাজশাহী, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি):

মন্দাপীড়িত বিশ্বে মানুষের কল্যাণই সর্বাগ্রে এবং সে কারণে ইভিএম প্রকল্পে ১ মিলিয়ন ডলার ব্যয় না করে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে যতগুলো আসনে ইভিএম করা সম্ভব, আমরা সেটা মেনে নেবো' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

রাজশাহীতে রোববার আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার জনসভার প্রস্তুতি উপলক্ষে সেখানে মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে শনিবার দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইভিএম নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

ড. হাছান বলেন, 'বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলছি। আমরা অবশ্যই চাই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন-ইভিএমের যে আধুনিক প্রযুক্তি এখন বিশ্বে ব্যবহার হয়, যেখানে কারচুপি বা অন্য কোনো সুযোগ নেই, সেটি ব্যবহার করতে এবং দেশে খালেদা জিয়ার সময় যে শ্লোগান ছিল 'দশটা হোন্ডা, বিশটা গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা', এগুলো বন্ধ করার জন্য আমরা ইভিএম চেয়েছি।'

'নির্বাচন কমিশন ইভিএম পদ্ধতির জন্য পৌনে নয় হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প প্রস্তাব করেছে, যেহেতু ইভিএমগুলো কিনতে হবে, কিন্তু এই বিশ্বমন্দা অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এই প্রকল্প পাশ করে ইভিএম কেনা সমীচীন নয় কারণ এই সময়ে আমাদের কাছে মানুষের অন্যান্য কল্যাণ অগ্রাধিকার' উল্লেখ করেন তিনি।

তাই আমরা চাইলেও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন যদি সব আসনে ইভিএমে ভোট করতে না পারে, যে কয়টি আসনে করতে পারুক, আমরা সেটা মেনে নেবো' বলেন হাছান।  জিততে পারবে না জেনেই নির্বাচন নিয়ে বিএনপির তালবাহানা।

নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপি অনড় -এ প্রশ্নে মন্ত্রী হাছান বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশ যেমন ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কন্টিনেন্টাল ইউরোপের দেশগুলোর মতোই আমাদের দেশে সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে জাতীয় নির্বাচন হবে। জিততে পারবে না জেনেই বিএনপি নির্বাচন নিয়ে তালবাহানা করে।'

উদাহরণ দিয়ে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন 'বিএনপি ডান-বাম-অতি ডান-অতি বাম সবদলকে সাথে নিয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচন ও তারপর উপনির্বাচন মিলে ত্রিশটির মতো আসন পেয়েছিল। ২০১৪ সালে নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে বিএনপি পাঁচশ'র বেশি ভোটকেন্দ্র স্কুল ও সেখানকার শিক্ষার্থীদের বইখাতা পুড়িয়ে দিয়েছে, কয়েকজন নির্বাচন কর্মকর্তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনেও সংশয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত সবরকম জোট করে ছয়টি আসন পেয়েছে।'

'সহজেই বোঝা যায়, নির্বাচনে জেতার কোনো আশা তাদের নেই আর সে কারণেই তাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অলীক স্বপ্ন, এতো তালবাহানা' বলেন ড. হাছান।

বিএনপি নেতাদের 'রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের জনসভায় তেমন লোক হবে না' এমন মন্তব্যের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'যেসব নেতারা রাজশাহীতে লোক হবে না বলছেন, তাদের এসে দেখে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তারা চাইলে প্রয়োজনে হেলিকপ্টার দিয়ে তাদের আনার ব্যবস্থা করা হবে।'

রোববারের জনসভায় ১৪ দলের নেতারা যোগ দিতে পারবেন কি না এ প্রশ্নে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'জনসভাটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের, ১৪ দলীয় জোটের নয়। তবে আমাদের জোটের শরীকরা, তারা আমন্ত্রিত, তারা এলে আমরা খুশি হবো।'

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রাজশাহী সিটি মেয়র এএইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, সংসদ সদস্য মো: আয়েন উদ্দিন, দলের কেন্দ্রীয় সদস্য বেগম আকতার জাহান, রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার, জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অনিল সরকার, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ দারা প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/জুলফিকার/আলী/মাসুম/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

Handout Number: 323

**Bangladesh strongly condemns the act of burning the Holy Quran in Copenhagen**

Dhaka, 28 January:

Bangladesh strongly condemns the act of burning the Holy Quran by a far-right activist in Copenhagen yesterday. Bangladesh yet again expresses grave concern over such heinous act of insulting the sacred values and religious symbols of the Muslims all over the world.

Bangladesh urges all concerned to refrain from such unwarranted provocations and Islamophobia for the sake of harmony and peaceful coexistence.

#

Mohsin/Zulfikar/Ali/Masum/2023/1445 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২

**নওগাঁয় আওয়ামী লীগ নেত্রীর মৃত‍্যুতে** **খাদ্যমন্ত্রীর** **শোক**

নওগাঁ, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

নওগাঁ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লিপি সাহার মৃত‍্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশকরেছেন খাদ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সাধন চন্দ্র মজুমদার।

খাদ্যমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমার আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস‍্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

কামাল/জুলফিকার/রবি/আলী/মাসুম/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১

**সারদায় ৩৮তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৯ জানুয়ারি সারদায় ৩৮তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তি উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদায় ৩৮তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ সহকারি পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তি উপলক্ষ্যে আমি নবীন পুলিশ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগ ও বীরত্বের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে অকুতোভয় বীর পুলিশ সদস্যরা গড়ে তুলেছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী দেশপ্রেমিক বীর পুলিশ সদস্যদেরকে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দক্ষ পুলিশ বাহিনী অপরিহার্য। তাই সরকার গঠনের পর থেকেই আমরা পুলিশের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। বাহিনীর জনবল বৃদ্ধি, নতুন নতুন ইউনিট গঠন, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, আধুনিক যানবাহন ও লজিস্টিক্স সুবিধা বৃদ্ধি, সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, পুলিশ সদস্যদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট ও ব্যাংক গঠন, আবাসন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশকে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, দক্ষ ও জনবান্ধব সার্ভিসে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাছাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, এন্টি টেররিজম ও কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটসহ বেশ কয়েকটি রেঞ্জ, মেট্রোপলিটন ইউনিট, সাইবার পুলিশ সেন্টার, ব্যাটালিয়ন, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার থানা, তদন্ত কেন্দ্র, ফাঁড়ি এবং জাতীয় জরুরি সেবায় ৯৯৯ ইউনিট গঠন করেছি। আমরা নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক চালু করেছি; বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে পুলিশ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছি।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমন, মাদক নির্মূল এবং চোরাচালান দমনে পুলিশের ভূমিকা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করেছে। এছাড়া, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সাহসী সদস্যগণ উল্লেখযোগ্য প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় পুলিশ সদস্যগণ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে জনসেবার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন ভূমিকা রেখেছে।

আমি আশা করি, নবীন কর্মকর্তাগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের পূর্বসূরীদের আত্মত্যাগকে হৃদয়ে ধারণ করে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রূপকল্প-২০৪১ সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আমি ৩৮তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের নবীন সহকারি পুলিশ সুপারদের নিরাপদ জীবন, পেশাগত সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/আলী/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২০

**জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৯ জানুয়ারি ‘জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক ‘জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং ২০২১’- এর পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শিশুর বিকাশ, শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশুবান্ধব বাংলাদেশ গড়তে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করেন। জাতিসংঘেরও ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে শিশু অধিকার আইন প্রণয়ন করেন জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন শিশুরাই জাতি গঠনের ভিত্তি এবং ভবিষ্যতের কর্ণধার। তাদের বেড়ে ওঠার জন্য যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে তারা যোগ্য নাগরিক হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী ‘জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ ও শিশু আইন-২০১৩’ প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে দল-মত নির্বিশেষে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাদের বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বিকাশের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমিও সেই লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় শিশু-কিশোরদের অধিকার এবং সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশ করছে শিশু-কিশোরদের উপযোগী শিশুতোষ বই ‘আলোর ফুল’।

জাতির পিতার স্বপ্নের পথ ধরে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আজকের শিশুদের মাঝে বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কৃত তথ্য-প্রযুক্তির সকল সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আমার প্রত্যাশা, ডিজিটাল বাংলাদেশের মতো আমাদের শিশু-কিশোররা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনেও জোরালো ভূমিকা রাখবে। আমি আশা করি, ‘আলোর ফুল' স্মারক গ্রন্থটি আমাদের শিশু-কিশোরদের সেই লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা হলেও এগিয়ে দেবে।

আসুন, আমরা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও কল্যাণে আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি এবং সকলে মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি ।

আমি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক ‘জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং ২০২১’ - এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সেই সাথে প্রাণপ্রিয় শিশুদের সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করি ।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/আলী/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ